পরিচ্ছেদ- ২

মিলাদ ও কিয়াম সম্পর্কে অতীতকালের চার মাজহাবের মুফতী ও মুহাদ্দিসগণের ফতোয়া

(১) মক্কা শরীফের হানাফী মাজহাবের মুফতী আল্লামা আবদুর রহমান সিরাজ মক্কী (রাহঃ) বলেন ঃ

"হুজুর নবী কারীম রাউফুর রাহীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লামের জন্ম বৃত্তান্ত বর্ননার সময় কিয়াম করা জায়েজ ও উত্তম। মক্কা, মদিনা, রুম, শাম এবং মিশরের চার মাজহাবের মুকাল্লিদ আলেমগণের অভিমত ও পথ ইহাই যে, যদি উহা মুহাববতের সাথে করা হয় এবং ওয়াজিব মনে করা না হয়, তা হলে জায়েয। যদি কেউ অস্বীকার করে, তখন তা আমল করা ওয়াজিব হয়ে যায়"। (সূত্র ঃ জাহান্নামী কে? ৩৩ পৃঃ)

(২) মক্কা শরীফের মালেকী মাজহাবের মুফতী আল্লামা হোসাইন বিন ইব্রাহীম (রহঃ) বলেনঃ

বহু সংখ্যক উলামা সাইয়িদে আওয়ালীন ওয়াল আখিরীন ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পয়দায়েশের আলোচনা কালে কিয়াম করা মুস্তাহাব বলেছেন। (ঐ)

www.sunnibarta.com

(৩) মক্কা শরীফের শাফেয়ী মাজহাবের মুফতী মুহাম্মদ সাইয়িদ বিন মুহাম্মদ বারসিল (রাহঃ) বলেনঃ

"হুজুর নবীয়ে পাক ছাহেবে লাওলাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াঁ আ-লিহী ওয়া সাল্লামের জন্ম বৃত্তান্ত বর্ণনার সময় যে কিয়াম করা হয়, উহা কাহারও মতে মুস্তাহাব, আর কাহারও মতে সর্বোত্তম বিদয়াত বা জায়েয"। (ঐ)

(৪) মক্কা শরীফের মাওলানা ওসমান হাসান দিমইয়াতী (রাহঃ) বলেনঃ

"হুজুর নবীয়ে কারীম রাউফুর রাহীম (দঃ)-এর মিলাদ পাঠের সময় তাঁর পবিত্র জন্ম বৃত্তান্ত বর্ণনা কালে কিয়াম করা নিঃশন্দেহে মুস্তাহ্ছান এবং মুস্তাহাব। কিয়ামকারী উহার জন্য অতিরিক্ত ছাওয়াব পাবে ও মঙ্গল অর্জন করবে।" (ঐ)

(৫) মক্কা শরীফের হাম্বলী মাজহাবের মুফতী আল্লামা মালেক বিন ইব্রাহীম (রাহঃ) বলেনঃ

"হুজুর নবীয়ে কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লামের পয়দায়েশের কথা শ্রবণ করে তাঁর তাজীমের জন্য দণ্ডায়মান হওয়া সকল আলেম ও বুজর্গদিগের মতে সুন্নাত"। (ঐ)

(৬) মক্কা শরীফের খতীব ও মুদাররিস মাওলানা আব্বাস জাফর (রাহঃ) বলেন ঃ

"চার মাজহাবের মহা বিদ্যানগণ কিয়াম ও মিলাদ জায়েয হওয়ার পক্ষে ইজমা করেছেন। কাজেই এ ইজমার বিরোধিতা করা জায়েয নেই। যে ব্যক্তি উহার বিরোধিতা করবে, তার কথা বাতিল ও পরিত্যাজ্য"। (সূত্র ঃ আনোয়ারে সাতেয়া ও আল্লামা রুহুল আমীন রচিত "গৌরীপুরের বাহাছ" নামক কিতাব, হাজান্নামী কে? ৩৪ পৃঃ- প্রভৃতি)।

www.sunnibarta.com

পর্যালোচনা ও মন্তব্য ঃ

প্রিয় পাঠক মহোদয়গণ! একটু খানি চিন্তা করে দেখুন, চার মাজহাবের ইমামগণ এবং সারাজাহানের মুফতীগণ কি বলেন- আর আমাদের দেশের স্বঘোষিত দলীয় মুফতীরা কি বলে? এদের যত মুফতী আছে, সমস্ত মুফতীগণের বিদ্যাবুদ্ধি একসাথ করলেও ঐ মহাসম্মানিত ইমামগণের এক পশমের সমান ইলেমও এদের হবেনা। টুনটুনী পাখি যেমন তার পা দ্বারা আকাশ ঠেকিয়ে রাখতে চায়, সেইরূপ ব্যর্থ চেষ্টা করছে এসকল টুনটুনী মার্কা মুফতী সাহেবরা। নবীবিদ্বেষ নামক ব্যাধি অন্তরে থাকলে আক্বলের বিকৃতি ঘটে। তখন বিকৃত ইলেম তাকে ধবংসের পথেই নিয়ে যায়। কারণ, আক্বলই ঈমানের পরিচালক।